আজকের কাগজ

তারিখ 07 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

13

বরিশাল মেডিকেল কলেজ

ক্যাম্পাসে ৩ বছরের জন্যে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার ৩২২ দিন পর ছাত্র সংঘর্ষ

❑ গত ১০ বছরে সংঘর্ষে ২১ বার বন্ধ

মীর মনিরুজ্জামান : বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও কলেজ ক্যাম্পাসে বোমাবাজি অব্যাহত থাকার কারণে কলেজ একাডেমিক কাউন্সিল বাধ্য হয়ে সকল লিখিত পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেছে। অবশ্য মৌখিক পরীক্ষাসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের ১ম বর্ষের ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদেরকে স্ব স্ব দলে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে ছাত্রদলের ৪ জন ছাত্রলীগের ৬ জন কর্মি; ছাত্রলীগের একজন কর্মির পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়। পুনরায় সংঘর্ষের আশংকায় কলেজ একাডেমিক কাউন্সিল অনির্দিষ্টকালের জন্যে গত ২৯ মে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্রছাত্রীদের ঐ দিন দুপুর ২টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কতিপয় ছাত্র কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে হলে অবস্থান করে এবং ক্যাম্পাসে বোমাবাজি অব্যাহত রাখে ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকায় সকল লিখিত পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন। কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও বোমাবাজি অব্যাহত রয়েছে। অব্যাহত সন্ত্রাস ও ছাত্র সংঘর্ষের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ গত বছর ১০ জুলাই ৩ বছরের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের ঐ সিদ্ধান্তের ৩২২ দিন পর পুনরায় ছাত্র সংঘর্ষের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ও, ছাত্রলীগ কর্মিদের মধ্যে অব্যাহত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেলেও দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা এখনও কমেনি। উভয় সংগঠন বড় ধরনের সংঘর্ষের মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ কারণে ছাত্রলীগ বরিশাল "ল" কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাদের ৭ জন প্রার্থীর প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ছাত্রদল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরিণ কোন্দলের কারণে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে জানায়। আগামি ১৬ জুন উক্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। গত ১০ বছরের ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের কারণে বরিশাল মেডিকেল কলেজ ২১ বার অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়েছে।